এক দিঘল দিনে নবিজি ﷺ

আবদুল-ওয়াহহাব বিন নাসির আত-তুরাইরি

ওয়াফি পাবলিকেশন

অনুবাদ
মাসুদ শরীফ

সম্পাদনা
মুফতি মুহাম্মাদ মাহমুদুল হক

পৃষ্ঠা সজ্জা
ফজলে মুন

প্রচ্ছদ
মহিউদ্দিন রূপম

বানান
উমেদ

বিশেষ কৃতজ্ঞতায়
মহিউদ্দিন রূপম

শুরুতে

এই তো সেই খেজুর গাছের শহর। প্রাণচঞ্চল হৃদয়গুলোর শহর। এখানেই তাঁর হৃদয়ের বসত। যখন এসেছিলেন দীপ্তিময় হয়ে উঠেছিল শহরের প্রতিটি কোণ। এই শহর, শহরের মানুষ আর প্রকৃতি তাকে জড়িয়ে নিয়েছিল নিবিড় করে। খানিক দূরে ব্যথার স্মৃতিমোড়া সেই উহুদ পাহাড়—কত ভালোবাসার টান এর সঙ্গে। শহরপুরীর প্রতিটা অলিগলির কাছে অতি আপন তাঁর পায়ের চিহ্ন। অনতিকাল পর এখানেই গড়ে উঠবে তাঁর মাসজিদ—সঙ্গে লাগোয়া ছোট্ট একটি কুটির। এই মাসজিদের আঙিনাতে তাকে ঘিরে জড়ো হবে সেই মহান একদল মানুষ—যারা তাঁর অনুসরণে উদ্‌গ্রীব। নির্দ্বিধায় তামিল করবে তাঁর আদেশ, তাঁর নিষেধ। পবিত্র এক ভালোবাসার বন্ধন জুড়বে তাদের সঙ্গে। তিনি হবেন তাদের ছায়াসঙ্গী। তবে সবচেয়ে মধুর সম্পর্কটি হবে আল্লাহর সঙ্গে।

আমরা আজ নবিজি ﷺ-এর সাথে কাটাব সকাল থেকে সন্ধ্যা। দেখব তাঁর প্রতিটি নিমেষ। চোখ মেলে অবলোকন করব তাঁর মহৎ অথচ সাদাসিধে জীবন। তাঁর ব্যস্তময় দিনমানে ছড়িয়ে আছে স্বতঃস্ফূর্ততা। সবকিছুর মাঝে আছে ঐকতান। কত খোরাক ছড়িয়ে আছে সেথায় আমাদের জন্য।

নবিজীবনের প্রতিটি পঙ্‌ক্তি বাঙ্ময় হয়ে আছে নানা ঘটনা-মাধুর্যে। বড় অমূল্য সেই মুহূর্তগুলো। ঘরেবাইরে, মাসজিদে-মাজলিসে, মদীনার অলিতে গলিতে, সাহাবিদের ঘরদোরে, শক্ত চাটাইয়ে, খাবারের ক্ষণে কিবা নিশি জাগরণে—বাতাসের প্রতিটি নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে গড়ে উঠেছে তাঁর মহাজীবন।

আশপাশের সব সতর্ক চাহনি তাই তো ফিরে ফিরে দেখে তাঁকে। লুফে নেয় তাঁর প্রতিটি বর্ণসুধা। হৃদয়-আঙিনায় জড়ো করে রাখে তাঁর সারা কাজকর্ম। চাতক চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি ঘন গভীর রজনির অন্ধকার। নবিজির ব্যক্তিগত জীবনের মাঝে কোনো পাঁচিলের আবডাল পড়তে পারেনি। বিছানায় শুতে যাওয়া পর্যন্ত সবার দেহমন জড়িয়ে ছিল তাঁর সাথে। যখন ঘুমোতে গিয়েছেন তখন তারা তাঁকে দেখেছে। যখন ঘুম থেকে উঠেছেন তখনো তারা তাঁকে দেখেছে।

আর দশটা আটপৌরে মানুষের জীবন ছিল না নবিজির। আমাদের দিন শুরু হয় বেশ উদ্যম নিয়ে। বেলা পড়ে যায়, আমাদের শরীর-মনও ক্লান্ত হয়ে যায়। কিন্তু তাঁর দিবস-রজনি ছিল এর ব্যতিক্রম। নবিজির উচ্ছলতা দেখে মনে হবে অনুক্ষণ যেন নতুন শুরু। সারাটি বেলা তিনি সবার নয়নের মণি হয়ে আছেন। একটি দণ্ডও হেলায় হারাতে দেননি—ইনি যে মহান আল্লাহর নবি ও রাসূল। তিনি জানতেন জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তের জবাবদিহি করতে হবে। সে জন্য একটি লহমাও বেগার নষ্ট করার সুযোগ নেই। সার্থক ব্যবহারেই খুঁজে পেয়েছেন জীবনের অর্থবহতা।

পরবর্তী পাতাগুলোতে আমরা নবিজির সঙ্গে কাটাব সকাল থেকে রাত। মদীনার পথ ধরে একসঙ্গে হাঁটব তাঁর সাথে। ভাগ করে নেব তাঁর খাবারদাবার। সাহাবিদের এটা-ওটা শেখানোর সময় শুনব তাঁর সেই মোহিনী কণ্ঠ। পূর্ণ মগ্নতায় তিনি যখন সালাতে বিভোর হবেন, আমরা পাশে দাঁড়িয়ে শুনব তাঁর তিলাওয়াতের লহরধ্বনি। একসঙ্গে বসব তাঁর শক্ত চাটাইখানিতে।

চাইলে সাহাবিদের কাছ থেকে পথ চিনে চলে যেতে পারেন তাঁর বাড়িতে। হয়তো ঘরে ঢুকে দেখবেন তিনি চোখ মুদে আছেন প্রশান্ত ঘুমে। অথবা জেগে আছেন সৌম্য কান্তিতে। হয়তো দেখবেন তিনি কাঁধে নিয়েছেন নবজাত এক শিশুকে। কিংবা কাঁধে নিয়েছেন ছোট এক বাচ্চাকে। তাঁর ঐ ছোট্ট কুটিরে নিজ হিয়ার মাঝারে অনুভব করবেন তাঁর সাফ দিলের উষ্ণতা আর বরকত।

আল্লাহর নির্বাচিত এই মহামানুষটি কী করে মনুষ্য গুণগুলো প্রয়োগ করে যাপিত জীবনের কাঠখড় পুড়িয়েছেন সেই প্রশ্ন পাঠক মনে উঁকি দিতেই পারে।

চলুন তবে দেখে আসি আমাদের নবিজির একটি দিঘল দিন।

আবদুল-ওয়াহহাব বিন নাসির আত-তুরাইরি
মক্কাতুল মুকাররমা, শুক্রবার দুপুর,
২০/০৭/১৪৩১ হিজরি।

সূচিপত্র

প্রকাশকের কথা	৯
উষা লগনে	১১
সারা সকাল	২১
ফের মাসজিদে	২৭
মদীনার অলিতে গলিতে	৩৯
আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের সাথে দেখা...	৪৫
রোগীর শিথান পাশে	৫৫
মদীনার বাগানে	৫৭
দিবাতন্দ্রা	৬১
কুবার দিকে	৬৭
দুপুরে	৬৯
বিকেলে	৭৫
সূর্য ডোবার পর	৮১
‘ইশা	৮৭
রাত্রি শুরুতে	৮৯

রাত্রি নিশীথে	৯৫
গহিন রজনিতে	১০৩
নিশিভোরের নিদ্রা	১০৭
খোরাকি	১০৯
বইটির প্রণালি	১২৫
সম্পাদক পরিচিতি	১২৯
তথ্যপঞ্জি	১৩১

প্রকাশকের কথা

যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহর, যিনি আমাদের সৃষ্টি করে ভুলে যাননি; দুনিয়ায় চলার জন্য দিয়েছেন রিজক্ব, সেই সাথে পরকালের পাথেয় সংগ্রহের দিক-নির্দেশনা। সেই দিক-নির্দেশনা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছেন নবি-রাসূলগণ। যুগে যুগে পথভোলা বনি আদমকে ফিরিয়ে আনতে উৎসর্গ করেছেন তাদের জীবন, রেখে গেছেন নির্ভেজাল তাওহীদের শিক্ষা, এক আল্লাহর ইবাদত। নবি আগমনের এই ধারার ইতি টানা হয় আমাদের নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর মাধ্যমে। সর্বশেষ নবি, নবিকুলের সর্দার।

নবিজি ﷺ-এর সীরাতে শিক্ষার কোনো শেষ নেই। এ যাবৎ যত সীরাতগ্রন্থ পড়েছি, ততই নতুনভাবে আবিষ্কার করেছি। তবুও তাঁকে জানার তৃষ্ণা কখনো মেটেনি। একজন মানুষ কতটা উৎকর্ষের শীর্ষে পৌঁছালে প্রতিটি ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় রাখতে পারেন—তা নবিজির সীরাত না পড়লে অজানাই থেকে যেত। এমনই ছিলেন আমাদের নবি। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

বহুদিন যাবৎ একটি আকাঙ্ক্ষা ছিল নবিজি ﷺ-কে নিয়ে ব্যতিক্রমধর্মী একটি সীরাতগ্রন্থ পড়ার, যা পড়ার সময় মনে হবে যেন নবিজির প্রতিটি নিমেষ চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছি। তাঁর সকাল-বিকাল, ঘরে-বাইরে, পরিবার-সাহাবীদের মাঝে কীভাবে কাটছে—ক্রমান্বয় সেগুলো এক মলাটে পাব। বানোয়াট উপন্যাস নয়, আবার হাদীসের মতো বর্ণনাভিত্তিকও নয়। অনেকটা ডায়েরির মতো; যেন কেউ নবিজির যুগে বসে তাঁর জীবন নিয়ে ডায়েরি লিখেছে! রোজনামচা যেভাবে লেখা হয়, সেভাবে নবিজির প্রতিটি মুহূর্ত এক মলাটে থাকবে; যাতে নববি সুন্নাতের আলোকে আমাদের সকাল-সন্ধ্যা ঢেলে সাজাতে পারি। সাধারণত সীরাতগ্রন্থগুলো পুরো জীবনকাল ঘিরে রচিত হয়। মাক্কী জীবন, মাদানী জীবন। আবার দুআর গ্রন্থগুলোতে শুধু দুআই সংকলিত থাকে। এসব ঘেঁটে নবিজির প্রতিটি মুহূর্ত আলাদা করা এবং আমলযোগ্য একটি প্রাত্যহিক রুটিন তৈরি করা বেশ কষ্টসাধ্য।

আলহামদুলিল্লাহ্, মনের এই আকাঙ্ক্ষা খুব শীঘ্রই আল্লাহ পূরণ করলেন। শায়খ আব্দুল ওয়াহাব ইবনু নাসির আত-তুরাইরির রচিত اليوم النبوي, যার ইংরেজি সংস্করণের নাম *A Day in the life of Muhammad: A Study in the Prophet's Daily Programme* বইটির সন্ধান পেলাম আমরা। এটি কোনো সীরাতগ্রন্থ নয়। মূলত একজন

মুসলিম কীভাবে তার প্রাত্যহিক জীবন নববি সুন্নাতের আলোকে সাজাতে পারে, নবির মতো প্রোডাক্টিভ হতে পারে, সকাল-সন্ধ্যা নবির সাথে কাটাতে পারে—সেই শিক্ষা নিয়ে রচিত। সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে, বইটি পড়লে মনে হয় যেন নবিজিকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি! জাগ্রত হওয়া থেকে শুরু করে ঘুমোতে যাবার আগ পর্যন্ত প্রতিটি পদক্ষেপ আমার চোখের সামনেই ঘটছে! সারা বেলা নবিজি কী কী করতেন—প্রতিটি আমল, আযকার, আখলাক—ক্রমান্বয়ে সাজানো গল্পের ভাষায়।

সাধারণত ইসলামী বইগুলোর সাহিত্যমান এতটা উন্নত হয় না। কিন্তু বইটির ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদে সম্মানিত মাসুদ শরীফ ভাই যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সাহিত্যমানে বইটি নতুন রূপ পেয়েছে তার কলমে। আমাদের বিশ্বাস, মূল লেখক যদি বাঙালি হতেন, তাহলে খুব সম্ভব এভাবেই লিখতেন। তবে বইটি প্রকাশের ঘোষণা আমরা এক বছর পূর্বে দিলেও অনূদিত বইটি মূল আরবী কপির সাথে মেলাতে গিয়ে বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হই। অনলাইনে আরবী সংস্করণের সাথে ইংরেজি সংস্করণের বেশ পার্থক্য পাওয়া যায়। আসলে আরবী সংস্করণটি ছিল পুরোনো সংস্করণ। এই দিকে বইয়ের বাজার ঘুরে কোথাও মূল আরবী বইটি পাওয়া যায়নি। পরবর্তী সময়ে সম্পাদক সাহেব একজন আলিমকে দিয়ে মক্কা থেকে বইটির নতুন সংস্করণ সংগ্রহ করেন এবং মূল বইয়ের সাথে অনূদিত বইটি হালনাগাদ ও শার'ঈ সম্পাদনা করেন। এ ছাড়া ইংরেজি সংস্করণে সকল তথ্যসূত্র দেওয়া না থাকলেও আরবী থেকে সেগুলো যুক্ত করা হয়, তাই বইয়ের কলেবর একটু বৃদ্ধি পায়।

সবশেষে নবিজি ﷺ-কে নিয়ে লেখার কোনো শেষ নেই। তবে আমরা আশাবাদী, এই বই পাঠকদের ভিন্ন এক জগতে নিয়ে যাবে; যে জগতে নবিজি ﷺ আছেন, আছেন তাঁর সাহাবীগণ। রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন। আমাদের বিশ্বাস, বইটি নবিজির প্রতি আমাদের ভালোবাসা এক নতুন দিগন্তে পৌঁছে দেবে। পাঠক তাঁকে চিনবে, জানবে আরও কাছ থেকে, ভালোবাসবে আরও নিবিড় করে। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

উষা লগনে

রাতের আঁধার কেটে ফুটে উঠছে উষালগ্নের আলো। মদীনার নিস্তব্ধতায় ধ্বনিত হচ্ছে বিলাল রা.-এর সুমধুর আজান। নবিজি ﷺ তখন ঘুমিয়ে আছেন। রাতের বেশির ভাগ সময় নফল সালাত পড়ে নিশিভোরে একটু জিরিয়ে নিচ্ছেন।

বিলাল রা.-এর আজানে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম থেকে উঠেই তিনি মিসওয়াক করেন[১] ও দু'আ পড়েন:

" اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ "[২]

"সব প্রশংসা আল্লাহর, যিনি নির্জীব অবস্থার পর আবার আমাদের সজীব করেছেন। তাঁর কাছেই একদিন ফিরে যেতে হবে সকলকে।"

এরপর তিনি আজানের উত্তর দিতে থাকেন মুআজ্জিনের প্রতিটি কথার পুনরাবৃত্তি করে।

মুআজ্জিন বলছে, "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার।" তিনিও তা-ই বলছেন। মুআজ্জিন বলছে, "আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।" তিনি "وَأَنَا" (ওয়া আনা) যোগ করে এর জবাব দিচ্ছেন। এর মানে আমিও তা-ই সাক্ষ্য দিচ্ছি।

মুআজ্জিন যখন বলছে, "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার-রাসূলুল্লাহ।" তিনি বলছেন, আমিও তা সাক্ষ্য দিচ্ছি।

মুআজ্জিন যখন বলছে, "হাইয়া 'আলাস-সালাহ, হাইয়া 'আলাস-সালাহ। হাইয়া

'আলাল-ফালাহ, হাইয়া 'আলাল-ফালাহ।" এর প্রত্যুত্তরে তিনি বলছেন,

"লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।"

মুআজ্জিন যখন বলছে, "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার।" তিনিও তা-ই বলছেন। মুআজ্জিন যখন বলছে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।" তিনিও তা-ই বলছেন।[৩]

আজানের উত্তর শেষে তিনি দু'আ করেন,

"اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا الَّذِيْ وَعَدْتَهُ"[৪]

"প্রভু, আপনি এই পূর্ণাঙ্গ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত সালাতের প্রভু। মুহাম্মাদ ﷺ কে দিন (জান্নাতের) সেই বিশেষ স্তর ও মর্যাদা। যে প্রশংসিত স্থানের প্রতিশ্রুতি আপনি দিয়েছেন সেখানে পৌঁছে দিন তাঁকে।"

দু'আ শেষ করে বিছানা ছেড়ে উঠলেন নবিজি। গোসলের প্রয়োজন হলে গোসল সেরে নেবেন। নয়তো শুধু ওজু করেই ফজরের সুন্নাত পড়া শুরু করবেন। কখনো কখনো তিনি হয়তো ওজু না করেই সালাতে চলে আসেন। কেউ জিজ্ঞেস করে, তা কি ঠিক? তিনি বলেন, "আমার চোখ শুধু ঘুমায়। কিন্তু অন্তর জেগে থাকে।"[৫]

সংক্ষেপে দু-রাকাত সুন্নাত আদায় করলেন নবিজি। এই দু-রাকাত সালাত যত সংক্ষেপ করতেন, অন্য কোনো সালাত এত সংক্ষেপ করতেন না। অন্যরা ভাবত, সূরা ফাতিহাই হয়তো পড়েননি![৬] ফজরের সুন্নাতের প্রথম রাকাতে তিনি 'সূরা কাফিরূন'[i] পড়তেন। আর দ্বিতীয় রাকাতে পড়তেন 'সূরা ইখলাস'[ii]।

---

i সূরা নং ১০৯। আয়াত-সংখ্যা ৬। পূর্ণ সূরাটির অর্থ: ﴿[ওদের] বলুন, 'কাফেররা, তোমরা যা উপাসনা করো আমি তা উপাসনা করি না। আর আমি যাঁর ইবাদাত করি তোমরা কস্মিনকালেও তাঁর ইবাদাত করবে না। তোমরা যা আরাধনা করো আমি কক্ষনো তা আরাধনা করব না। আর আমি যাঁর ইবাদাত করি, তোমরা কক্ষনো তাঁর ইবাদাত করবে না। তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম, আমার জন্য আমার।﴾ (অনুবাদক)

ii সূরা নং ১১২। আয়াত-সংখ্যা ৪। পূর্ণ সূরাটির অর্থ: ﴿বলো, তিনিই আল্লাহ। এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি। তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি। তাঁর সমতুল্য নেই কিছুই।﴾ (অনুবাদক)

কখনো কখনো তিনি প্রথম রাকাতে সূরা বাকারার এ আয়াত পড়তেন: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا...﴾।[iii] আর দ্বিতীয় রাকাতে সূরা আলে ইমরানের এ আয়াত পড়তেন: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ...﴾।[iv] অথবা কখনো দ্বিতীয় রাকাতে এ আয়াতও পড়তেন: ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ...﴾।[v] [৭]

ফজরের ফরজ সালাতের আগে এই দু-রাকাত সুন্নাত আদায়ে তিনি সদা যত্নবান ছিলেন। কখনো ছাড়তেন না বলা চলে। তিনি বলতেন, "তামাম দুনিয়া আর এর মাঝে যা আছে তার সবকিছুর চেয়ে এই দুই রাকাত আমার কাছে অনেক অনেক দামি।"[৮]

সুন্নাত শেষ করে স্ত্রীকে ঘুম থেকে জেগে উঠতে দেখলে তার সাথে খোশ আলাপ করতেন। দিনের শুরুটা এমন আনন্দময় আবহে শুরু করলে একজন স্ত্রীর কত ভালো লাগবে বলুন তো!

স্ত্রী ঘুমিয়ে থাকলে জামাত শুরু না হওয়ার পর্যন্ত ডান কাতে শুয়ে থাকতেন নবিজি।[৯]

এদিকে মাসজিদে এসে জড়ো হতেন সাহাবিরা। বিলাল রা. দরজার কাছে এসে বলতেন, "আল্লাহর রাসূল, সালাতের সময় হয়েছে।"[১০]

---

iii সূরা নং ২। আয়াত নং ১৩৬। পূর্ণ আয়াতের অর্থ: ﴿[তোমরা] বলো, 'আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি। যা আমাদের কাছে অবতীর্ণ হয়েছে আর যা ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরদের কাছে অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করি। যা মূসা ও 'ঈসার কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং প্রভুর তরফ থেকে সব নবিদের কাছে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার সব বিশ্বাস করি। তাঁদের কারও মধ্যে আমরা কোনো পার্থক্য করি না। আল্লাহর কাছেই আমরা নিজেদের সঁপে দিয়েছি।'﴾ (অনুবাদক)

iv এটি কুরআনের তৃতীয় সূরা আলে ইমরানের ৬৪নং আয়াত। পূর্ণ আয়াতের অর্থ: ﴿বলো, 'পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থের অনুসারীরা, তোমাদের আর আমাদের মাঝে যা অভিন্ন, এসো তাতে একমত হই: আমরা আল্লাহ ছাড়া কারও দাসত্ব করব না। তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করব না। তাঁকে বাদে অন্য কাউকে প্রভু বানাব না।' তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে বলো, 'সাক্ষী থাকো, আমরা আল্লাহর কাছে নিজেদের সঁপে দিয়েছি।'﴾ (অনুবাদক)

v এটি কুরআনের তৃতীয় সূরা আলে ইমরানের ৫২–৫৩নং আয়াত। আয়াতদ্বয়ের অর্থ: ﴿তাদের অবিশ্বাস উপলব্ধি করে 'ঈসা বললেন, 'আল্লাহর পথে কে আছে আমার সাহায্যকারী'। অনুসারীরা বলল, 'আমরা আল্লাহর পথে আপনার সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি। আপনি সাক্ষী থাকুন, আমরা আমাদেরকে তাঁর কাছে সঁপে দিয়েছি। প্রভু, আপনি যা অবতীর্ণ করেছেন আমরা তাতে পূর্ণ বিশ্বাস রাখি। আমরা রাসূলকে অনুসরণ করি। আমাদের আপনি সাক্ষীদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করুন।'﴾ (অনুবাদক)

নবিজি বিছানা ছেড়ে উঠে আসেন সালাতের জন্য।

ঘর থেকে আসার সময় আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতেন:

"بِسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ"[১১]

"আল্লাহর নামে। আল্লাহর ওপরই সব ভরসা। প্রভু আমার, আপনার কাছে আশ্রয় চাই যাতে আমি ভুল পথে না-যাই। কেউ যেন আমাকে ভুল পথে নিয়ে যেতে না পারে। আমি যেন ভুল না করি। কেউ যেন আমাকে ভুল না-করায়। কারও ওপর যেন অবিচার না-করি। না-কারও অবিচারের শিকার হই। মূর্খের মতো কাজ না-করি। আর না-কারও মূর্খামি স্বভাবের শিকার হই।"

ডান পা দিয়ে মাসজিদে প্রবেশ করে বলতেন:

"بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ"[১২]

"আল্লাহর নামে। আল্লাহর রাসূলের ওপর শান্তি ঝরুক। প্রভু গো, আমার অপরাধগুলো ক্ষমা করে দিন। আপনার অনুগ্রহের দরজাগুলো অবারিত করে দিন। আশ্রয় চাই মহান আল্লাহর কাছে, তাঁর মহীয়ান সত্তার কাছে, তাঁর অবিনশ্বর ক্ষমতার বলে, অভিশপ্ত শয়তান থেকে।"

বিলাল রা. চেয়ে দেখেন নবিজি আসছেন। দাঁড়িয়ে ইকামাত শুরু করলেন তিনি।[১৩] সাহাবিরাও ফিরে ফিরে দেখছেন তাদের প্রাণপুরুষ সুধীরলয়ে এগিয়ে আসছেন। সবাই উঠে দাঁড়িয়ে সারিবদ্ধ হলেন এক সুতোয় গাঁথা মালার মতো।[১৪]

কখনো কখনো মাসজিদে আসার সময় দেখা যেত তার চুল থেকে ফোঁটায় ফোঁটায়

পানি ঝরছে। মাত্রই গোসল সেরে এসেছেন কিনা। দু-একবার তো এমন হয়েছে যে, তিনি মুসল্লায় দাঁড়িয়েছেন মাত্র, হঠাৎ করে মনে পড়ল ফরজ গোসল করা হয়নি। হাতের ইশারায় সাহাবিদের বললেন, ঠায় দাঁড়িয়ে থাকো, আসছি। ঘরে গিয়ে দ্রুত গোসল সেরে ফিরে আসলেন। ফোঁটা ফোঁটা পানি চুল গড়িয়ে ভিজিয়ে দিল কাঁধ।[১৫]

এসব নিয়ে তিনি কোনো লুকোছাপা করতেন না। বিব্রতও হতেন না। আর দশজনের মতো রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ তিনি। সে হিসেবে অনেক কিছুই ছিল অভিন্ন। মানুষের জন্য নবি কেমন হবে সে ব্যাপারে আল্লাহ বলছেন, ﴿বার্তাবাহক হিসেবে ফেরেশতা নিযুক্ত করলে তাকে আমি মানুষের আদলেই পাঠাতাম।﴾ (সূরা আন'আম, ৬:৯)

সাহাবিদের কাতার অতিক্রম করে তাদের দিকে ফিরে দাঁড়িয়েছেন নবিজি। ভালো করে দেখে নিচ্ছেন সবাই কাতার সোজা করেছে কি না: "কাতার সোজা করো। ঘেঁষে ঘেঁষে দাঁড়াও। কাতার সোজা করা সালাতের পূর্ণতার একটা অংশ।"[১৬] এরপর কা'বার দিকে ফিরে দু-হাত কাঁধ বরাবর[vi] উঠিয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে বাম হাতের ওপর ডান হাত বাঁধলেন।[১৭] এরপর নিচুস্বরে পড়লেন:

"اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اَللّٰهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِي خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ"[১৮]

"প্রভু, পূর্ব থেকে পশ্চিমের যেমন দূরত্ব, পাপ থেকেও আমাকে তেমন দূরে রাখুন। প্রভু, সাদা পোশাক থেকে যেভাবে দাগ ধুয়েমুছে যায়, আমার থেকেও সেভাবে পাপ ধুয়েমুছে সাফ করে দিন। প্রভু গো, বরফ, পানি আর শীতলতা দিয়ে আমার পাপ পরিষ্কার করে দিন।"

এরপর উচ্চৈঃস্বরে সূরা ফাতিহা পড়া শুরু করলেন। ধীরে ধীরে সময় নিয়ে প্রতি আয়াতের শেষে থেমে থেমে স্পষ্টভাবে তিলাওয়াত করছেন তিনি। "আল-হামদু

---

vi হাদিসে তিন ধরণের বর্ণনা পাওয়া যায়। কাঁধ বরাবর, কান বরাবর, কানের লতি বরাবর। হানাফী মাজহাব অনুযায়ী হাতের তালু থাকবে কাঁধ বরাবর, আঙ্গুলের মাথা কান বরাবর, আর বৃদ্ধাঙ্গুলি থাকবে কানের লতি ছুই ছুই। (সম্পাদক)

লিল্লাহি রাব্বিল-'আলামীন," (যাবতীয় প্রশংসা সারা জাহানের প্রভু আল্লাহর জন্য)—এই বলে তিনি থামলেন। এরপর "আর-রাহমানির-রাহীম," (তিনি দয়ার আধার, করুণার সাগর)—এই বলে আবার থামলেন। তারপর "মালিকি ইয়াওমিদ-দীন," (তিনি বিচারদিনের একচ্ছত্র মালিক)—বলে আবার থামলেন। এভাবে সূরা ফাতিহা শেষ করে অন্য সূরা মিলালেন। 'মদ্দ'-এর হরফগুলোতে টেনে টেনে এক অদ্ভুত অনুভূতি জাগানো হৃদয়গ্রাহী তিলাওয়াত করছেন নবিজি।[১৯]

দ্বিতীয় রাকাতে প্রথম রাকাতের চেয়ে একটু ছোট অংশ পড়ছেন। দু-রাকাত মিলিয়ে ৬০–১০০ আয়াত পড়া ছিল তাঁর নিত্যদিনের অভ্যাস। কুরআনের এক আয়াতে আছে: ﴿সূর্যে ঢলে পড়ার সময় থেকে নিঝুম রাত অবধি সালাত আদায় করো। উষালগ্নে কুরআন তিলাওয়াত করো। এ সময় তিলাওয়াতের সাক্ষী অবশ্যই রাখা হয়।﴾ (সূরা ইসরা', ১৭:৭৮) এই আয়াতের নির্দেশ মেনেই যেন নবিজি লম্বা সময় ধরে কথোপকথনে মগ্ন হয়ে যাচ্ছেন।[২০]

আনসারি সাহাবি-কবি আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা রা. এই দৃশ্যটি কাব্যিক ভঙ্গিমায় ফুটিয়ে তুলেছেন:

"আঁধার চিরে যখন ফুটে উষাণ কিরণ,
হৃদয়-গহিনে তখন বাঁজে নবির পঠন।"[২১]

শুক্রবারে সাধারণত প্রথম রাকাতে পড়তেন সূরা সাজদাহ, আর দ্বিতীয় রাকাতে সূরা দাহর।[২২]

কখনো মুসলমানরা দুর্বিপাকে পড়লে, কোনো ভয়ানক সংকট দেখা দিলে দ্বিতীয় রাকাতে রুকূ থেকে উঠে দু'আ করতেন। আল্লাহর কাছে কাতর স্বরে অনুনয় করতেন এই দুর্যোগ, বিপদ উঠিয়ে নিতে। তাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনটাকে শান্ত করে প্রতিশ্রুত বিজয়ের স্বাদ চাখাতে।[২৩]

ডানে বামে সালাম ফিরিয়ে কিবলামুখী হয়ে বসে আছেন কিছুক্ষণ। "আস্তাগফিরুল্লাহ" (আল্লাহর ক্ষমা ভিক্ষা চাই) পড়লেন তিনবার। এরপর পড়লেন:

"اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ"[২৪]

ডক্টর আবদুল ওয়াহহাব বিন নাসির আত তুরাইরি।

'ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাঊদ আল-ইসলামিয়া' বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক। 'উসূলুদ-দীন' কলেজ থেকে তিনি স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। 'ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাঊদ আল-ইসলামিয়া' বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পোস্টগ্রাজুয়েট সমাপন করেন।

তিনি 'উলূমুস-সুন্নাতিন-নাবাবিয়্যা' সাবজেক্টে গবেষণামূলক প্রবন্ধ (Thesis) রচনা করেন। আর 'উলূমুশ-শারঈয়্যা' সাবজেক্টে বিশেষজ্ঞ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।

বহুমুখী দীনী খেদমতে তার কর্মজীবন প্রাণচঞ্চল হয়ে আছে :

(১) তিনি 'ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাঊদ আল ইসলামিয়া' বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক।

(২) ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের শরিয়া বোর্ডের উপদেষ্টা

(৩)ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবে 'ইসলাম টুডে' ওয়েবসাইটটির তত্ত্বাবধায়ক।

(৪) 'দোহার একাডেমি' কর্তৃক কুয়েত এবং কাতারে অনুষ্ঠিত সেমিনারগুলোর বিশেষ আলোচক।

(৫) বাদশাহ আবদুল আজিজ মসজিদের খতিব।

(৬) আরব রাষ্ট্রগুলোতে পরিচালিত দাওয়াহ কার্যক্রমের নিয়মিত আলোচক।

তাঁর রচিত কিছু গ্রন্থ :

(১) আল ইয়াওমুন-নাবাবি

(২) কাআন্নাকা মা'আহু (আপনি যেন নবিজি ﷺ-এর সাথে হজ্জ করছেন)

(৩) কসাসুন-নাবাবিয়্যা

(৪) লাওহাতুন-নাবাবিয়্যা

(৫) হাদিসুল গদীর

(৬) রিহলাতুল হজ্জ।